প্রথম আলো

তারিখ 22 DEC 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন শেষ মুহূর্তে স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তন স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সিন্ডিকেটের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ২৪ ডিসেম্বর রোববার সমাবর্তন হওয়ার কথা ছিল। কর্তৃপক্ষ বলেছে, সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। এবারের সমাবর্তনে বক্তা হওয়ার কথা ছিল শান্তিতে নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের।

এর আগে শিক্ষকদের একটি অংশ এবং ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ক্যাম্পাস অচল থাকা অবস্থায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছিল। তাদের আরও যুক্তি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ক্ষয়িষ্ণু ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমাবর্তনের আয়োজন করেছে। এ রকম একটি অনুষ্ঠানে নোবেল জয়ী ড. ইউনূসের উপস্থিত হওয়া ঠিক হবে না বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন।

এদিকে গতরাতে যোগাযোগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার বলেন, অধ্যাপক ইউনূস সমাবর্তন বক্তা এবং তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেওয়া হবে—তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি আসবেন না এমন কোনো কারণে নয়, সিন্ডিকেটের সভা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আপাতত সমাবর্তন স্থগিত করেছে। এ

শেষ পৃষ্ঠার ১২ কলাম ৪

সমাবর্তন শেষ মুহূর্তে স্থগিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ ও তার মিত্রদের জোট ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গতকাল বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে অধ্যাপক ইউনূসকে সমাবর্তনে যোগ না দেওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের যুক্তি, ক্যাম্পাস দীর্ঘ প্রায় তিন মাস ধরে অচল এবং শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডিগ্রি অর্জনকারীরাও যেতে ভয় পাচ্ছেন। এমন ভীতিকর অবস্থায় সমাবর্তন হতে পারে না।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাবমূর্তি ভালো করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ আয়োজন করেছে—তাই এ রকম একটি সমাবর্তনে বক্তা হওয়া অধ্যাপক ইউনূসের উচিত হবে না। ছাত্রনেতারা আরও বলেন, শান্তির অগ্রদূত হয়ে ড. ইউনূস ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রিত একটি শিক্ষাঙ্গনে যাবেন—এটা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে শিক্ষকদের একটি অংশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। নীল দলের শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলেছিলেন, অধ্যাপক ইউনূসের নোবেল অর্জন পুরো জাতির জন্য একটি প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সমাবর্তন বক্তা ও ডিগ্রি দেওয়ার মাধ্যমে সেই গৌরবের মুকুটে আরও পালক সংযুক্ত করতে পারে। কিন্তু ইয়াজউদ্দিনের মতো একজন ব্যক্তির ভাবমূর্তি ভালো করার জন্য তাঁকে ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, অধ্যাপক ইউনূস জাতির জন্য যে সম্মান বয়ে এনেছেন সেটা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া উচিত। তিনি ১৪ কোটি মানুষের কাছে প্রিয়। আর ইয়াজউদ্দিন নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়া থেকে শুরু করে যেসব কাজ করেছেন তাতে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের কারণে সম্মান দেখানো সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছু করার নেই।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সমাবর্তন স্থগিত করায় আজ বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে যে মহড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা হবে না। সমাবর্তন ও মহড়ার পরিবর্তিত তারিখ পরে জানানো হবে। যাঁরা পোশাক ও উপহার সংগ্রহ করেছেন তাঁদেরকে আমন্ত্রণপত্র ও পোশাক সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। যাঁরা এখনো উপহার ও পোশাক গ্রহণ করেননি তাঁরা আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পোশাক ও উপহার সংগ্রহ করতে পারবেন।

আয়োজকেরা জানান, খেলার মাঠে বিপুল অর্থ ব্যয়ে প্যান্ডেল, মঞ্চ ও অন্যান্য সাজসজ্জার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ অবস্থায় সমাবর্তন স্থগিত করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে।